পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বুলেটিন ■ অক্টোবর ২০১৮

AIPSO

নেপালে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভায়

পশ্চিমবঙ্গ থেকে তিন প্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঢাকায় আগামী দিনে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শান্তি ও সংহতি সংগঠনগুলির ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্বশান্তি পরিষদের এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক বৈঠক। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দিনক্ষণ অবশ্য জানানো হয়নি। গত ২৭-২৮ জুলাই এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নেপালের কাঠমান্ডুতে। সাতটি দেশের (ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, লাওস, গ্রীস) মোট ৪৪জন প্রতিনিধি বৈঠকে অংশ নেন। বিশ্বশান্তি পরিষদের একজিকিউটিভ সেক্রেটারি ইরাক্লিস সাভদারিদিস ছাড়াও নেপালের উপপ্রধানমন্ত্রী ইশ্বর পোখরেল, এ আই পি এস ও-র অন্যতম সাধারণ সম্পাদক পল্লব সেনগুপ্ত বৈঠকে হাজির ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ আই পি এস ও-র প্রতিনিধি হিসেবে বৈঠকে অংশ নেন তিনজন অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য, ড. প্রদীপ দত্তগুপ্ত এবং মৌসুমী রায়। আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়। ঠিক হয় আগামী বছর বিশ্বশান্তি পরিষদের এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক বৈঠক বসবে লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়েনে।

মায়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় বৈঠকে। প্রস্তাবে বলা হয়, মায়ানমার সরকারকে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী পূর্ণ নাগরিক অধিকার নিয়ে নিজ বাসস্থানে ফিরে যেতে পারেন।

নেলসন ম্যাণ্ডেলা জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি: সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার (এ আই পি এস ও) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে নেলসন ম্যাণ্ডেলার জন্মশতবর্ষ পালিত হলো। গত ১৮ জুলাই কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন প্রকাশ কারাত। বিষয় ছিল 'নেলসন ম্যাণ্ডেলার উত্তরাধিকার ও সাম্প্রতিক বিশ্ব'। ম্যান্ডেলা জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বছর ব্যাপী কর্মসূচী পালন করবে এ আই পি এস ও।

আলোচনাসভা উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ছিল উপছে পড়া ভিড়। মানুষের ঢল। বহু মানুষ দাঁড়িয়ে এবং মেঝেতে বসে আলোচনা শোনেন। এদিন আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। প্রকাশ কারাতের হাতে সভাপতিই স্মারক তুলে দেন। স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (কোঅর্ডিনেটর)অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। সভাপতি অধ্যাপক অশোকনাথ বসু তাঁর ভাষণে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষবিরোধী আন্দোলনে ভারতের জনগণের ভূমিকার উল্লেখ করেন।

প্রকাশ কারাত তাঁর ভাষণে বলেন, বিশ শতকের অন্যতম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাও একটা গোটা জীবন দিয়ে লড়াই চালিয়েছিলেন বর্ণবাদ, সামাজিক আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। পরিচিতিসত্ত্বার রাজনীতির বিরুদ্ধেও সতর্ক থেকে সোচ্চার ছিলেন ম্যান্ডেলা। স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন ধর্ম, বর্ণ, জাত, সম্প্রদায়ের বিভাজনে মানুষকে ভাগাভাগি করা চলবে না।

কারাত বলেন, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের ছিটেফোঁটা বিরোধ নেই। বরাবরই একে অপরকে সাহায্য করে এরা। গোটা মধ্যপ্রাচ্যে তারই নজির ছড়িয়ে। আবার বর্ণবিদ্বেষবাদ, সাদা চামড়ার আগ্রাসনও সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ। যার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। এদেশেও ধর্মীয় মৌলবাদের তৎপরতা সাম্রাজ্যবাদের ইন্ধনে। ভারতে শ্রমিক, কৃষক, দলিত, পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ, মহিলা, ছাত্রদের ওপর একসঙ্গে আক্রমণ চলছে হিন্দুত্ব এবং নয়া উদারবাদেরও। এই দুয়ের সমন্বয় ঘটাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। হিন্দুত্ব আর নয়া উদারবাদ হাত ধরাধরি করে এগতে পারে না যদি না তাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইন্ধন থাকে। সঙ্ঘ পরিবার, মোদী সরকারের চরিত্র এমনই যারা স্লোগান দেবে উগ্র জাতীয়তাবাদের, কিন্তু একইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের কর্মসূচি সুচারুভাবে কার্যকর করবে।

বিভাজনের রাজনীতি সম্পর্কে সতর্ক করে এদিন কারাত বলেন, এরাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের শাসক বিজেপি-র বিশেষ ফারাক নেই। উভয়েই দক্ষিণপন্থী অর্থনীতির বাহক। গোটা দেশে বিজেপি সঙ্ঘ পরিবার যেমন মেরুকরণের রাজনীতি

■ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

নেলসন ম্যাণ্ডেলা জন্মশতবর্ষ

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়ে চলেছে, এরাজ্যেও তেমনই পথ তৃণমূল কংগ্রেসের।

কারাত বলেন, বিশ শতকে মাও জে দঙ, ফিদেল কাস্ত্রোদের মতোই সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় একজন বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চরিত্র ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। ম্যান্ডেলা বুঝেছিলেন মার্কসবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শুধু জাতীয়তাবাদের বিকাশই ঘটাবে না, বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও বাড়তি শক্তি জোগাবে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ওপর গভীর অধ্যয়ন ছিল ম্যান্ডেলার। ১৯৫৯সালেই তিনি লিখেছিলেন গোটা বিশ্বের কাছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। কেননা পুরানো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পথে এটি আক্রমণ চালায় না। ম্যাণ্ডেলা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় যেমন গান্ধীজীকে অনুসরণ করে সত্যাগ্রহের পথ নিয়েছিলেন, তেমনই ম্যান্ডেলা বুঝেছিলেন শ্রমিকশ্রেণির শক্তিকে সংহত করে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কাস্ত্রোর মনকাড়া দুর্গ আক্রমণ প্রসঙ্গেও ম্যান্ডেলা লিখেছিলেন। ষাটের দশকে জেলে যাওয়ার পর ১৯৯০সালে ম্যান্ডেলা যখন জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন তখন বিশ্বের রাজনৈতিক ভারসাম্য অনেকটাই বদলে গেছে। বিশ্বায়ন পূর্ণগতিতে এগচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ভেঙে গেছে।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এদিন প্রকাশ কারাত বললেন, দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি স্তিমিত থাকার পর ফের সেই দ্বন্দ্ব জেগে উঠছে। সর্বশেষ জি-৭-এর বৈঠক ভেস্তে গেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প শেষ মুহূর্তে সই না করে বেরিয়ে গেছেন। ন্যাটোর বৈঠকও ভেস্তে গেছে। পুঁজিবাদের গভীর সংকটই এর মূল কারণ। ২০১৩সালে নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনাবসান ঘটে। যখন বিশ্ব আর্থিক সংকট চলছে পুরোমাত্রায়। আরও কয়েকটা বছর পেরিয়ে আজও সেই সংকট থেকে পরিত্রাণ পায়নি পুঁজিবাদ। গোটা বিশ্বে বৈষম্য বাড়ছে ব্যাপক মাত্রায়। বেশ কিছু দেশে তারই পরিণতিতে উগ্র দক্ষিণপন্থার উত্থান ঘটছে। আবার গত তিনটে দশক জুড়ে যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ আগ্রাসন চালাচ্ছে তার মোকাবিলায় নানা দেশে গণআন্দোলন জেগে উঠছে। অনেক পুঁজিবাদী দেশেও আজ নতুন শক্তি নিয়ে নতুন চেহারায় ফিরে আসছে বামপন্থা। ব্রিটেনে দীর্ঘদিন পর বামপন্থী শক্তির উত্থান ঘটেছে। ফ্রান্সেও বাম শক্তি আজ আর নয়া উদারবাদের সঙ্গে কোনরকম সমঝোতা করতে রাজি নয়। গ্রিসে ব্যয় সংকোচনের পথে আর হাঁটতে রাজি নয় সরকার। এমনকি মার্কিন মুলুকেও ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টদের উত্থান ঘটছে। তখন এদেশে মোদী সরকার ও সঙ্ঘ পরিবার উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ জাগিয়ে তুলছে।

সভার শুরুতে রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতা আবৃত্তি করেন রীণা দেব। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মৌসুমী রায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য। আলোচনাসভা শেষে সঙ্গীতানুষ্ঠান ছিল। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী কঙ্কন ভট্টাচার্য, মন্দিরা ভট্টাচার্য প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ড. প্রদীপ দত্তগুপ্ত।

ইজরায়েল এখন 'ইহুদি জাতি রাষ্ট্র'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের খাতায় নাম লেখাল ইজরায়েল। গত ২০ জুলাই (২০১৮) ইজ়রায়েলী সংসদ নেসেটে পাশ হয় 'ইহুদি জাতি রাষ্ট্র' বিল। ফলে ইজরায়েল এখন 'আইন'সিদ্ধ ভাবেও 'ইহুদি রাষ্ট্র'। এটি এখন ইজরায়েলের মৌলিক আইন হিসেবে বিবেচিত হবে, যা কার্যত দেশটির সংবিধানেরই অংশ। ইজরায়েলের বর্ণবিদ্বেষী জায়নবাদী দক্ষিণপন্থী শাসক শ্রেণী এতদিন কার্যত যা করতো তাকেই এবার তথাকথিত 'আইনী' রূপ দেওয়া হল।

তবে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিনা বিতর্কে এই আইন পাশ করাতে পারেনি। মাত্র সাত ভোটের ব্যবধানে পাশ হয় বিল। পক্ষে ভোট পড়ে ৬২টি। বিরোধিতা করেন আইনসভার ৫৫ জন সদস্য। আরব এমপি-রা এর প্রবল বিরোধিতা করেন। জনসংখ্যার ২০ শতাংশই আরব।

নতুন এই বিল ইজরায়েলকে ইহুদিদের 'ঐতিহাসিক জন্মভূমি' হিসেবে দাবি করেছে। বিল অনুসারে 'পূর্ণ এবং ঐক্যবদ্ধ' জেরুজালেমই দেশের রাজধানী। প্রয়োজনে আরো বসতি স্থাপনেরও 'অনুমোদন' দেওয়া হয়েছে এই আইনে।

নতুন আইনে হিব্রুকে দেশটির জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অতীতে হিব্রুর সঙ্গে আরবিকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। নতুন আইনের পর ইজ়রায়েলের সংখ্যালঘু আরব নাগরিকরা তীব্র বৈষম্যের শিকার হবেন।

নতুন এই আইন ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন শান্তি চুক্তি সম্পর্কে ইজরায়েলী সরকারের উপেক্ষাকে আরও প্রকট করেছে। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের মহাসচিব সায়েদ এরেকাত নতুন আইনকে 'ভয়ংকর ও বর্ণবাদী' অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'এর মধ্য দিয়ে বর্ণবাদ ব্যবস্থাকে আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো এবং জাতিবিদ্বেষ ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বৈধতা পেল।'

নতুন আইন সম্পর্কে গত ২১ জুলাই (২০১৮) আনন্দবাজার পত্রিকায় ''আর আড়াল নাই'' শীর্ষক সম্পাদকীয়টি নিচে পুর্মুদ্রিত করা হলো--

''অবগুণ্ঠনের ঈষৎ বাকি ছিল, এই বার শেষ প্রান্তটুকুও খুলিল। ইজ়রায়েল আইনত ইহুদি রাষ্ট্র হইল। আইনসভা 'ক্নেসেট'-এ বৃহস্পতিবার ৬২-৫৫ ভোটে অনুমোদিত 'বেসিক' বা বুনিয়াদি আইনটির কারণে আপাতদৃষ্টিতে দেশ চালনার ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্তন ঘটিবে না। সাত দশক আগে তৈয়ারি দেশটির রাষ্ট্রীয় পরিসরে ইহুদি সত্তা ও সমাজের ব্যবহারিক এবং সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বরাবর বহাল, বস্তুত তাহা উত্তরোত্তর প্রবলতর হইয়াছে। নববিধানে সেই বাস্তবকেই স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু সেই স্বীকৃতির তাৎপর্য বিস্তর। বাস্তবে যাহা চলিতেছে, সংবিধানপ্রতিম বুনিয়াদি আইনে তাহাকে মানিয়া লইলে সেই বাস্তবকেই স্বাভাবিক এবং একমাত্র সত্য বলিয়া রাষ্ট্রীয় সিলমোহর দেওয়া হয়, সুতরাং যাঁহারা এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন বা প্রচলিত ব্যবস্থা যাঁহাদের স্বার্থের পরিপন্থী, তাঁহাদের মতামতকে, এমনকি অস্তিত্বকেও অগ্রাহ্য করা হয়। ইহুদি পরিচিতির সার্বভৌমত্বকে গণতন্ত্র ও সাম্যের উপরে স্থান দিয়া, হিব্রুকে (একমাত্র) রাষ্ট্রভাষার শিরোপা এবং আরবিকে নিছক 'বিশেষ মর্যাদা'র পিটুলিগোলা দিয়া, ইহুদি বসতিকে আরও প্রসারিত করিবার আয়োজন করিয়া প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার বুঝাইয়া দিল, উগ্র জায়নবাদী ধারাকে আরও বেগবান করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর। এবং সফল।

৬২ বনাম ৫৫ ভোটের পরিসংখ্যান জানাইয়া দেয়, এই সাফল্যে সর্বসম্মতির জোর নাই। কেবল ইজ়রায়েলের ২১ শতাংশ আরব অধিবাসীরা নহেন, ইহুদিদেরও একটি বড় অংশ এই আধিপত্যবাদী আইনের বিপক্ষে। কিন্তু শতাংশের হিসাব নহে, সংখ্যাগুরুর আধিপত্য বিস্তারের পক্ষে জনসমর্থনের প্রবল হইতে প্রবলতর হইবার প্রবণতাটিই বড় সত্য, এবং সেই সত্য গভীর উদ্বেগের কারণ। লক্ষণীয়, এই প্রবণতা কেবল ইজ়রায়েলে নহে, দুনিয়ার বহু ভূখণ্ডেই প্রকট। গণতন্ত্র ও সাম্যের আদর্শকে অগ্রাহ্য করিয়া, বহুমাত্রিক সমাজ ও রাজনীতির উদারনীতিকে বিসর্জন দিয়া একাধিপত্যবাদী দল তথা নায়কনায়িকার বিজয় অভিযান দেশে দেশে অব্যাহত, নরেন্দ্র মোদীর ভারতও সেই অভিযানের শরিক। প্রসঙ্গত, ইজ়রায়েলের আইনসভায় নেতানিয়াহুর সাধের বিলটি পাশ হইবার কিছু ক্ষণ আগেই তিনি যে রাষ্ট্রনায়ককে স্বভূমিতে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন, তাঁহার নাম ভিক্তর ওরবান– হাঙ্গারির এই প্রধানমন্ত্রী উগ্রজাতীয়তার প্রতিভূ হিসাবে জগৎসভায় প্রথম সারিতে আপন স্থান অর্জন করিয়া লইয়াছেন। সমাপতন অনেক সময়েই বিশেষ অর্থবহ।

একাধিপত্যের অভিযানই কি তবে ইজ়রায়েল-প্যালেস্তাইনের নিয়তি? 'দুই রাষ্ট্র'-এর পথে দীর্ঘ ও অসমাপ্ত যাত্রা উত্তরোত্তর জায়নবাদের কানাগলিতে ঘুরিয়া মরিবে এবং এক সময় পরিত্যক্ত হইবে? বিশ্বরাজনীতির লীলায় সাত দশক আগে স্বদেশহারা প্যালেস্তাইনিরা কোনও দিনই সূচ্যগ্র স্বভূমি খুঁজিয়া পাইবেন না? শেষ অবধি নিরঙ্কুশ ইহুদি শাসনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবেই তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? ইতিহাসের গতি, দেবা ন জানন্তি। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা তাহা ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন। বর্তমানের অন্দরে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎকে জানা যায় না। বিশেষত পশ্চিম এশিয়ার মতো ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ, যে ভূখণ্ডের রাজনীতি অস্বাভাবিক জটিল। অধুনা জটিলতা আরও বাড়িয়াছে, তাহার চরিত্রও বদলাইয়াছে, বদলাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান এবং আরব দুনিয়া– এই তিন শিবিরের পারস্পরিক টানাপড়েনের পরিপ্রেক্ষিতেই ইজ়রায়েলের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে। ইতিহাসের দেবী হয়তো নূতন পথও দেখাইয়া দিবেন। তবে তাহা ভবিষ্যতের কথা। আপাতত অবগুণ্ঠন উন্মোচিত। আপাতত ইজ়রায়েল একটি ইহুদি রাষ্ট্র।''

(''আর আড়াল নাই'', আনন্দবাজার পত্রিকা; ২১ জুলাই, ২০১৮)

দক্ষিণ আফ্রিকায়

জুমাকে সরিয়ে রামফোসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্ষমতাসীন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (এএনসি) সিদ্ধান্তে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি পদ থেকে জ্যাকব জুমাকে সরিয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসা। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি জুমা পদত্যাগ করেন। পরদিনই নতুন রাষ্ট্রপতি শপথ নেন।

প্রসঙ্গত গত ডিসেম্বরেই এ এন সি ৬৫ বছর বয়সী সিরিল রামাফোসাকে দলের সভাপতি নির্বাচন করে জুমার জায়গায়। এভাবেই জুমার বিদায়ের আগাম বার্তা দেওয়া হয়। কিন্তু জুমা দেশের রাষ্ট্রপতি পদ ছাড়তে মোটেই রাজি ছিলেন না। ২০০৯ সালে জুমা রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

৭৫ বছর বয়সী জুমা দুর্নীতির নানা অভিযোগের কারণে বেশ কিছু দিন পদত্যাগের জন্য চাপের মুখে ছিলেন। ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনের আগে জুমাকে পদত্যাগে বাধ্য করার একটি অন্যতম কারণ বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্টতা।

পদত্যাগের আগেও টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে জুমা বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি পদত্যাগ করছেন; যদিও দলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত নন।

জুমার পদত্যাগ প্রশ্নে গত ১২ ফেব্রুয়ারি এএনসির দলীয় বৈঠক হয়। বৈঠকে জুমাকে পদত্যাগের জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। পদত্যাগ না করলে তাঁকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্ট অনাস্থা ভোটের মুখে পড়তে হবে বলে জানিয়ে দেন এএনসি নেতৃত্ব।

জুমার পদত্যাগের ঘোষণার পরই এএনসি এক বিবৃতিতে জানায়, এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের জীবন সংশয়মুক্ত হলো।

রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রথম ভাষণে রামাফোসা বলেছেন, তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়বেন, দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

স্বাগত ওয়েবসাইটে

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে ওয়ার্ল্ড পীস কাউন্সিল বা বিশ্ব শান্তি পরিষদ এবং সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ওয়েবসাইট দেখুন নিয়মিত। লিংক শেয়ার করুন পরিচিতদের সঙ্গে।

ওয়ার্ল্ড পীস কাউন্সিলের ওয়েবসাইট:
http://www.wpc-in.org

এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ওয়েবসাইট:
http://www.aipsowb.org

কিউবায় নতুন রাষ্ট্রপতি

ছিয়াশি বছর বয়সী ৮৬ রাউল কাস্ত্রো রাষ্ট্রপতি পদ থেকে স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ানোর পর গত ১৯ এপ্রিল কিউবার নতুন রাষ্ট্রপতি হয়েছেন ৫৮ বছর বয়সী মিগুয়েল দিয়াজ ক্যানেল। কিউবার সংসদে ৬০৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৬০৩ জনের ভোট পেয়ে সর্বসম্মতিক্রমেই তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্নাতক দিয়াজ ক্যানেল ২০০৩ সাল থেকেই কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য। ২০০৯ সালে তিনি ছিলেন দেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী। ২০১৩ সাল থেকে দেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেই প্রথম ভাষণে তিনি বলেন – 'আমাদের মধ্যে আনতে হবে আরও শৃঙ্খলা। ফিদেল কাস্ত্রোর উত্তরাধিকারকে যথাযথ ভাবেই বহন করতে হবে তাঁরই দেখানো পথের মাধ্যমে। আসুন আরও একবার আমরা শপথ নিই সমাজতন্ত্র রক্ষার'।

রাষ্ট্রপতি মাদুরোকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ

ভেনেজুয়েলায় সদ্য সদ্য দ্বিতীয় বারের জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নিকেলাস মাদুরোকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। অভিযোগ, হত্যার চেষ্টার পিছনে রয়েছে আমেরিকা। নির্বাচনে মাদুরোকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয়েই জীবননাশের ষড়যন্ত্র।

গত ৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি মাদুরো যখন কারাকাসে জাতীয় সৈন্যবাহিনীর স্মরণে খোলা আকাশের নিচে একটা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। আচমকা মঞ্চের দিকে আকাশ থেকে ধেয়ে আসে দুটি ড্রোন। নিমেষে বিস্ফোরণ। জখম হন সাত সেনা জওয়ান। আর একটি ড্রোন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে পাশের একটি আবাসনে। ভেনেজুয়েলা সরকারের অভিযোগ, কলম্বিয়া এবং আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে এই চক্রান্তের নীলনকশা সাজানো হয়েছে।

গত ২০শে মে ৬৮ শতাংশ ভোট পেয়ে মাদুরো দ্বিতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। বিদেশী নির্বাচনী পর্যবেক্ষকরাও নির্বাচনকে 'আধুনিক, স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু' বলে ঘোষণা করেছেন। মার্কিন মদতপুষ্ট ভেনেজুয়েলার উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তি বিপুল খরচ এবং ষড়যন্ত্র করেও সফল হয়নি।

ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা নির্বাচনের পর কিছুটা হতাশ। তবে বেশিদিন যে তারা চুপচাপ বসে থাকবে এমন মনে করার কারন নেই। রাষ্ট্রপতিকে হত্যার ষড়যন্ত্র তা দেখিয়ে দিল।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা রাষ্ট্রপতি নিকেলাস মাদুরোকে হত্যার চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছে। পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আয়োজিত হয়।

পাকিস্তানে নতুন সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাইশ গজ থেকে বাইশ বছর রাজনৈতিক জীবন শেষে পাকিস্তানের বাইশতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৮ আগস্ট শপথ নিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ইমরান খান। তার আগের দিন পাকিস্তান সংসদে ইমরান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। সংসদে ভোটাভুটিতে পাকিস্তান তেহরিক ই-ইনসাফের (পি টি আই) চেয়ারম্যান ইমরান পান ১৭৬টি ভোট, যেখানে পাকিস্তান মুসলীম লীগ-নওয়াজের (পি এম এল-এন) সভাপতি শাহবাজ শরিফ পান ৯৬টি ভোট। বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি পি পি)-র ৫৪ জন ভোটদানে বিরত ছিলেন। ৩৪২-সদস্যের সংসদে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৭২টি ভোট। ১৯৯৬ সালে পাকিস্তান তেহরিক ই-ইনসাফ তৈরি করেছিলেন ইমরান খান।

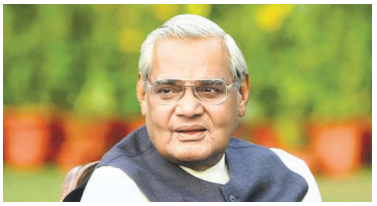

অটলবিহারী বাজপেয়ী

(২৫ ডিসেম্বর ১৯২৪- ১৬ আগস্ট ২০১৮)

চলে গেলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। গত ১৬ আগস্ট দিল্লির এইমস হাসপাতালে তিনি শেষনি:শ্বাস ত্যাগ করেন।দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন।

১৯৯৬ সালের ১৬ মে দেশের দশম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বাজপেয়ী। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় বাজপেয়ীর সেই সরকার স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ১৩ দিন, অর্থাৎ ১ জুন পর্যন্ত। ১৯৯৮ সালের ১৯ মার্চ দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। সেই সরকারের মেয়াদ তেরো মাস। ১৯৯৯ সালের ১৭ এপ্রিল লোকসভায় আস্থা ভোটে পরাজিত হন। ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনের পর ১৯৯৯ সালের ১৩ অক্টোবর থেকে ২০০৪ সালের ২২ মে মাস পর্যন্ত বিজেপি- নিয়ন্ত্রিত এনডিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বাজপেয়ী মন্ত্রিসভায় যোগ দেয় তৃণমূল কংগ্রেসও। পশ্চিমবঙ্গের কোন রাজনৈতিক দল তার আগে বিজেপি বা সংঘ পরিবারের নির্বাচনী শরিক হয়নি।

বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে ভারত সরকারের সঙ্গে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল সরকারের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

মনকাডা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: লড়াকু কিউবার প্রতি সংহতি জানিয়ে কলকাতায় মনকাডা দিবস উদযাপন করলো সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা (এ আই পি এস ও)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। গত ২৬শে জুলাই কৃষ্ণপদ ঘোষ স্মৃতি ভবনে এই উপলক্ষে একটি আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। মূল আলোচক ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমনকল্যাণ লাহিড়ী এবং এ আই পি এস ও-র অন্যতম সহসভাপতি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ আই পি এস ও-র সর্বভারতীয় ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি রবীন দেব। সভার শুরুতে দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অঞ্জন বেরা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য।

স্বৈরাচারী বাতিস্তারাজের বিরুদ্ধে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবার বিপ্লবীদের সাহসী অভিযানের বীরগাথা রচিত হয় ১৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাই মনকাডা সেনা ছাউনি আক্রমণের ঘটনার মধ্য দিয়ে। সেই লড়াইকে কিউবার বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সূচনা হিসাবে আজও স্মরণ করে সমাজতান্ত্রিক কিউবার মানুষ। আন্তর্জাতিক স্তরে সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের কাছে বিশেষ স্মরণীয় 'মনকাডা দিবস'। যে দিনটি কিউবার প্রতি সংহতি দিবস হিসাবেই পালিত হয়ে আসছে সারা দুনিয়ায়।

আলোচনাসভার শুরুতে এদিন আবৃত্তি পরিবেশন করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির অন্যতম সম্পাদক শ্রাবণী সেনগুপ্ত। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন।

'সাংবাদিকরা দেশের শত্রু নন'

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন ভূমিকায় মার্কিন সংবাদমাধ্যম

সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের লাগাতার হুমকির বিরুদ্ধে নজিরবিহীন ভূমিকা নিয়ে কার্যত জেহাদ ঘোষণা করলো মার্কিন সংবাদমাধ্যম। গত ১৬ আগস্ট (২০১৮) আমেরিকার তিনশো'টিরও বেশি সংবাদপত্র একযোগে প্রকাশ করল ট্রাম্প-বিরোধী সম্পাদকীয়। 'গার্ডিয়ান' সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমও মার্কিন সংবাদমাধ্যমের পাশে দাঁড়িয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে তোপ দাগা রাজনৈতিকভাবে চরম অসহিষ্ণু মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রায় প্রাত্যহিক কর্মে পরিণত হয়েছে। ট্রাম্পেরই মন্তব্য, 'সাংবাদিকরা সমাজের শত্রু'। কদিন আগে বলেন, সাংবাদিকরা 'অসুস্থ ও ভয়ঙ্কর'। গত জুলাইয়ে 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস' ও 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকার বিরুদ্ধে তিনি ঘৃণা ছড়ানোর অভিযোগ আনেন।

ট্রাম্পের এই লাগাতার হুমকির বিরুদ্ধে 'দ্য বস্টন গ্লোব' পত্রিকার নেতৃত্বে একজোট হয় মার্কিন সংবাদমাধ্যম। সংবাদমাধ্যমের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে একযোগে ট্রাম্পবিরোধী সম্পাদকীয় লেখার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। তিনশোরও বেশি, অর্থাৎ দেশের প্রায় সবকটি প্রথম সারির সংবাদপত্রই সেই প্রতিবাদের অংশ হিসেবে গত ১৬ আগস্ট (বৃহস্পতিবার) একসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পক্ষে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে।

এখানে 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়র পূর্ণ বয়ান পুন:প্রকাশ করা হলো। অনলাইন সংস্করণ থেকে নিবন্ধটি সংগৃহীত।

A FREE PRESS NEEDS YOU

By The Editorial Board

In 1787, the year the Constitution was born, Thomas Jefferson famously wrote to a friend, "Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter."

That's how he felt before he became president, anyway. Twenty years later, after enduring the oversight of the press from inside the White House, he was less sure of its value. "Nothing can now be believed which is seen in a newspaper," he wrote. "Truth itself becomes suspicious by being put into that polluted vehicle."

Jefferson's discomfort was, and remains, understandable. Reporting the news in an open society is an enterprise laced with conflict. His discomfort also illustrates the need for the right he helped enshrine. As the founders believed from their own experience, a well-informed public is best equipped to root out corruption and, over the long haul, promote liberty and justice.

"Public discussion is a political duty," the Supreme Court said in 1964. That discussion must be "uninhibited, robust, and wide-open," and "may well include vehement, caustic and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials."

In 2018, some of the most damaging attacks are coming from government officials. Criticizing the news media — for underplaying or overplaying stories, for getting something wrong — is entirely right. News reporters and editors are human, and make mistakes. Correcting them is core to our job. But insisting that truths you don't like are "fake news" is dangerous to the lifeblood of democracy. And calling journalists the "enemy of the people" is dangerous, period.

These attacks on the press are particularly threatening to journalists in nations with a less secure rule of law and to smaller publications in the United States, already buffeted by the industry's economic crisis. And yet the journalists at those papers continue to do the hard work of asking questions and telling the stories that you otherwise wouldn't hear. Consider The San Luis Obispo Tribune, which wrote about the death of a jail inmate who was restrained for 46 hours. The account forced the county to change how it treats mentally ill prisoners.

Answering a call last week from The Boston Globe, The Times is joining hundreds of newspapers, from large metro-area dailies to small local weeklies, to remind readers of the value of America's free press. These editorials, some of which we've excerpted, together affirm a fundamental American institution.

If you haven't already, please subscribe to your local papers. Praise them when you think they've done a good job and criticize them when you think they could do better. We're all in this together.

(https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/15/opinion/editorials/free-press-local-journalism-news-donald-trump.html)

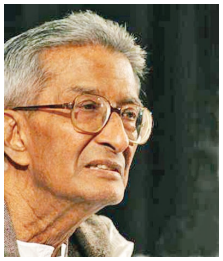

অশোক মিত্র

১০ এপ্রিল ১৯২৮
১ মে ২০১৮

অর্থনীতি, সাহিত্যে মার্কসীয় প্রজ্ঞায় দীপ্ত অশোক মিত্র প্রয়াত হয়েছেন গত ১ মে। সকাল সওয়া ন'টা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় বেশ কিছুদিন ধরে ভুগছিলেন। তাঁর স্ত্রী গৌরী দেবী ২০০৮ সালে মারা যান।

ইউনিভার্সিটি অফ রটারডাম থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি, অশোক মিত্র ১৯৭০-৭২ সালে ছিলেন ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। ভারত সরকারের কৃষিপণ্য কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেছেন।

বিশেষত জরুরী অবস্থার সময় গণতন্ত্রের পক্ষে তাঁর অকুতোভয় অসামান্য ভূমিকা স্মরনীয়। ১৯৭৭ সালে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে বিকল্প নীতি অভিমুখকে গোটা দেশের সামনে তুলে ধরতে তাঁর অবদান অসামান্য। ১৯৯০ সালে সি পি আই (এম)-র পক্ষ থেকে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

অশোক মিত্র বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই অসামান্য লেখক। 'তাল বেতাল' বইটির জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান।

সোমনাথ চ্যাটার্জি

২৫ জুলাই ১৯২৯
১৩ আগস্ট ২০১৮

প্রখ্যাত আইনজ্ঞ, লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার এবং চারদশকের উপর লোকসভার প্রাক্তন সদস্য সোমনাথ চ্যাটার্জি প্রয়াত হয়েছেন গত ১৩ আগস্ট। বয়সজনিত অসুস্থতার কারণে বেশ কিছু দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

সোমনাথ চ্যাটার্জির জন্ম অসমের তেজপুরে। নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জিও ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী এবং লোকসভার সদস্য। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। ইংল্যান্ডের কেমব্রিজের জিজাস কলেজ থেকে আইন নিয়ে পাস করেন। বিশিষ্ট আইনজীবী সোমনাথ চ্যাটার্জি ১৯৭১সালে বর্ধমান কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য হন। ১৯৭৭সালে জয়ী হন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে। ১৯৮৫ থেকে ২০০৯পর্যন্ত বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সাংসদ হিসাবে তাঁর দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। ২০০৪ সালে নির্বাচনের পর লোকসভার স্পিকার হিসেবে শপথ নেন। ২০০৯ সাল পর্যন্ত সেই পদে ছিলেন।

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকারের প্রশ্নে সোমনাথ চ্যাটার্জি ছিলেন আজীবন সোচ্চার। শান্তি এবং সংহতি আন্দোলনেও তাঁর অবদান স্মরনীয়।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা

হাওড়া জেলা প্রথম সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা: সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার হাওড়া জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত ২২ জুলাই (২০১৮)। প্রসঙ্গত রাজ্যের মধ্যে হাওড়াতেই প্রথম এ আই পি এস ও-র জেলা সম্মেলন আয়োজন করা হলো। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য,এর আগে ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের মধ্যে হাওড়াতেই প্রথম এ আই পি এস ও-র জেলা কনভেনশন আয়োজন করে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তুতি কমিটিতে নির্বাচিত হন বিপ্লব মজুমদার, মিহির বাইন, মনীষ দেব, বিমল লাহিড়ী, অরুণকুমার পাল, সমীর ভট্টাচার্য, পীযূষ দাশগুপ্ত, অর্ণব হালদার এবং ইমতিয়াজ আহমদ। প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন--মনীষ দেব, বিমল লাহিড়ী, অরুণকুমার পাল। সমীর ভট্টাচার্য (ফান্ড ইনচার্জ)। প্রস্তুতি কমিটিতে পরে আরও দুজনকে যুক্ত করা হয় -- ডাঃ শম্ভু দাস এবং আশিস সান্যাল। প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগেই জেলা সম্মেলন আয়োজিত হয়।

গত ২২ জুলাই হাওড়া ময়দানের কাছে আই এম এ হলে আয়োজিত প্রথম জেলা সম্মেলনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (কোঅর্ডিনেটর) অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। প্রতিনিধিদের উদ্দেশে তিনি বক্তব্যও রাখেন। অধ্যাপক বেরা ছাড়াও রাজ্য কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ব্যানার্জি, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য অশোক গুহ এবং দীপঙ্কর মজুমদার জেলা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন বিমল লাহিড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা, ডাঃ শম্ভু দাস, অরুণকুমার পালকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী। জেলা সম্মেলন উদ্বোধন করে আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীমতি সুনন্দা শিকদার আজকের সময়ে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। প্রস্তুতি কমিটির পক্ষে মনীষ দেবের পেশ করা প্রতিবেদনের ওপর প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন।

নতুন কমিটি

জেলা সম্মেলন থেকে নতুন জেলা কমিটি নির্বাচন করা হয়। সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন তিনজন--পীযূষ দাশগুপ্ত, অরুণকুমার পাল এবং ডাঃ শম্ভু দাস। বিমল লাহিড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা, আশিস সান্যাল সভাপতিমন্ডলীতে নির্বাচিত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ সমীর ভট্টাচার্য। ৩১ জনের জেলা কমিটিতে বেশ কয়েকটি পদ ফাঁকা রাখা হয়েছে। পরে জেলা কমিটি সদস্যদের মনোনীত করবে।

উপদেষ্টা মন্ডলী গঠিত হয়েছে বিপ্লব মজুমদার, মিহির বাইন, শ্রীমতি সুনন্দা শিকদার, মনীষ দেব, ইমতিয়াজ আহমদ, ডা. জগন্নাথ ভট্টাচার্য প্রমুখকে নিয়ে।

রাষ্ট্রপতি মাদুরোকে হত্যার চেষ্টার
প্রতিবাদে মিছিল হাওড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোকে হত্যার চেষ্টার প্রতিবাদে হাওড়ায় মিছিল হলো গত ৭ আগস্ট (২০১৮)। সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা হাওড়া জেলা কমিটি এই মিছিলের উদ্যোক্তা। জেলা গ্রন্থাগারের সামনে থেকে শুরু হয়ে চার্চ রোড ধরে হাওড়া ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে হাওড়া শরৎ সদনের সামনে মিছিল শেষ হয়। মিছিল শেষে সেখানে সংক্ষিপ্তসভায় বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের হাওড়া জেলা কমিটির অন্যতম সম্পাদক পীযূষ দাশগুপ্ত, ডাঃ শম্ভু দাস, আইনজীবী সব্যসাচী চ্যাটার্জি, শিক্ষক রতন কোলে, সংগঠনের হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য আশিস সান্যাল প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য বিমল লাহিড়ী।

আসমা জিলানী জাহাঙ্গীর

বিক্রমজিৎ ভট্টাচার্য

ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট মানবধিকার কর্মী আসমা জিলানী জাহাঙ্গীর চলে গেলেন গত ১১ ই ফেব্রুয়ারি (২০১৮)। আসমা ছিলেন পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তথা প্রাক্তন সভাপতি এবং একজন বিশিষ্ট মানবাধিকার আইনজীবী। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বিশ্বের শান্তিকামী গনতন্ত্রপ্রিয় প্রতিটি মানুষ তাঁর জন্য গর্বিত এবং তিনি অণুকরণীয় ছিলেন সবার কাছে।

অশুভর মুখোমুখি হওয়া ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ, গণতান্ত্রিক আদর্শকে বুকে ধারণ করতেন তিনি। ছিলেন নীতিবান আর সাহসী। জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি সাধারণ মানুষের চোখে নিজের জীবনকে দেখেছেন। নিজের প্রতি আজীবন উদাসীন এই নারী সারাজীবন সেটিই করে গেছেন যা একজন সুদৃষ্টিসম্পন্ন আর সচেতন নাগরিকের করা উচিত। সমীহ করার মতো আইনজীবী ছিলেন।

জেনারেল জিয়া আসমাকে জেলে পুরেছিলেন, আরেক সামরিক শাসক পারভেজ মোশাররফ তাঁকে করে রেখেছিলেন গৃহবন্দি। তাঁর সমালোচনা ছিল ধারালো আর তাই কর্তৃত্ববাদীরা তাঁকে সবসময়েই ভয় পেত। তাঁর শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত মানবতার পক্ষে লড়াই করে গেছেন আসমা জিলানী । আর তাই, পাকিস্তানের নিজের জন্যও আসমা জাহাঙ্গীরকে হারানো সত্যিই এক ঐতিহাসিক ক্ষতি।

এমনিতেই পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট দুর্বল এবং মানুষের নৈতিক অধিকারের প্রসঙ্গ উঠলে সেখান থেকে শুধু 'না' শব্দটিই উঠে আসে। আসমা জাহাঙ্গীর যে লড়াইটা শুরু করে গেছেন তা শেষ করতেই হবে। তাঁর কাজ শেষ করার দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের। তাঁর সারাজীবনব্যাপী কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন। তার মধ্যে রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড, ২০১০ সালে ফ্রিডম পুরস্কার, হিলাল-ই-ইমতিয়াজ, সিতারা-ই-ইমতিয়াজ, রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, ফ্রান্স থেকে লিজিও ডি'অনার পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। ২০০৫ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্যও তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল।

আসমার মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন – 'আমরা একজন মহান মানবাধিকার কর্মীকে হারিয়েছি । তিনি সকল মানুষের মৌলিক অধিকার ও সমতার পক্ষের অক্লান্ত সৈনিক ছিলেন । তিনি একজন বৈশ্বিক সমাজকর্মী হিসেবে আজীবন মানুষের অধিকারের কথা বলে গেছেন'।

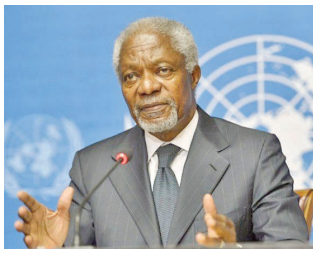

কোফি আন্নান প্রয়াত

রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাক্তন মহাসচিব কোফি আন্নান প্রয়াত হয়েছেন গত ১৮ আগস্ট। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮০ বছর। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৬--টানা দু'বার রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব ছিলেন। ২০০১ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গেই যৌথ ভাবে নোবেল শান্তির পুরস্কার পান। তাঁর আগে কোনও আফ্রিকান বংশোদ্ভূত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব হননি। সুইৎজারল্যান্ডের বার্নের একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন আন্নান। সেখানেই মারা যান।

১৯৩৮ সালের এপ্রিলে ঘানায় এক অভিজাত পরিবারে জন্ম কোফি আট্টা আন্নানের। বাবা ছিলেন প্রাদেশিক গভর্নর। প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার কলেজে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা। পরে জেনিভায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়েন। তারও পরে ম্যাসাচুসেটসের ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা। ফরাসি, ইংরেজি-সহ অনেকগুলি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে যোগ দেন তিনি, ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশনে।

বিশ্ব রাজনীতি তোলপাড় করা বহু অস্থির সময় তিনি দেখেছেন। কয়েক বছর আগে এক সাক্ষাৎকারে আন্নান বলেছিলেন, ''আমার জীবনের অন্ধকারতম মুহূর্ত হল ইরাক যুদ্ধ। অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওটা আটকানোর। নিরাপত্তা পরিষদ চায়নি আমেরিকা ওই যুদ্ধে যাক। তবে প্রেসিডেন্ট বুশ সে কথা শোনেননি।'' রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে অবসরের পরেও নানা কাজে সক্রিয় ছিলেন।

উইনি ম্যান্ডেলা : 'মুক্তিযুদ্ধের মূর্তি'

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষবিরোধী সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার জীবনসঙ্গিনী তথা আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী উইনি ম্যান্ডেলা গত ২এপ্রিল (২০১৮) একাশি বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মশতবর্ষ উদযাপনের মাত্র আড়াই মাস আগে।

উইনি ১৯৩৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মাবংওয়েনিতে (বর্তমানে ইস্টার্ন কেপ) জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে জোহানেসবার্গেই একটি হাসপাতালে সমাজকর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার সূত্রপাত। উইনির বয়স যখন ২২, তখন সোয়েটো একটি বাসস্ট্যান্ডে নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ১৯৫৮ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। ওই বছরেরই অক্টোবরে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে প্রথমবারের মতো গ্রেপ্তার হন উইনি।

১৯৬৪ সালে নেলসন ম্যান্ডেলাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর নেলসনের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে উইনিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। স্বামীর সঙ্গে তিনি কদাচিৎ সাক্ষাতের সুযোগ পেতেন।

নেলসন ম্যান্ডেলাকে বিয়ের পর বিবাহিত জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তাঁদের আলাদা থাকতে হয়েছে। তাঁদের ৩৮ বছরের বিবাহিত জীবনের ২৭ বছর কারাবন্দী ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা।

উইনি সম্পর্কে ডেসমন্ড টুটু বলেছিলেন, 'তিনি আমাদের সংগ্রামের এক অসাধারণ সাহস এবং মুক্তিযুদ্ধের মূর্তি'। একসময়ে ম্যান্ডেলা সরকারে উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন উইনি।

১৯৯০ সালে নেলসন ম্যান্ডেলা উইনির হাতে হাত রেখে হেঁটে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসছেন –এই ছবি দেখেছে সারা বিশ্ব। ১৯৯৬ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়।

জার্মানির ত্রিয়ের শহরে বসলো চীনের দেওয়া

কার্ল মার্কসের ব্রোঞ্জ মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কার্ল মার্কসের জন্মের দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জার্মানির ত্রিয়ের শহরে তাঁর জন্মস্থানে স্থাপিত হলো চীন সরকারের দেওয়া ব্রোঞ্জ মূর্তি। ভাস্কর্যটির উচ্চতা ১৫ ফুট। মূর্তি বসানোর জন্য ১ লক্ষ ইউরোও খরচ করেছে চীন। মূর্তিটি তৈরি করেছেন চীনের বিখ্যাত ভাস্কর উ উঁইশান (Wu Weishan)। উইশানের জন্ম ১৯৬২ সালে। এই মুহূর্তে তিনি চীনের ন্যাশনাল আর্ট মিউজিয়ামের কিউরেটর এবং চাইনিজ আকাদেমি অফ স্কাল্পচারের সভাপতি। এছাড়াও তিনি চীনের নানজিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের অধিকর্তা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চীনের এই শিল্পীর কাজ সমাদৃত হয়েছে।

তবে মার্কসের মূর্তি বসানো নিয়ে ত্রিয়ের পৌর কাউন্সিলে বিতর্ক হয়। কেউ কেউ আপত্তিও করেছিলেন চীনের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশের উপহার গ্রহণে। কাউন্সিলের ৪৯ জনের মধ্যে ৪২ জনই পক্ষে মত দেন।

রাইন নদীর শাখা মজেলের কোলে অবস্থিত জার্মানির অন্যতম প্রাচীন শহর ত্রিয়ের। ১৮১৮ সালের ৫ মে ত্রিয়ের শহরে জন্ম নেন কার্ল মার্কস। উল্লেখ্য, ত্রিয়ের শহরেই কেটেছিল মার্কসের জীবনের প্রথম সতেরো বছর। মার্কসের জন্মস্থান ত্রিয়ের শহরে মার্কসের বাড়িটি এখন একটি মিউজিয়াম।

PASCHIMBANGA SHANTI –O– SANHATI BARTA
The Bulletin of AIPSO WB State Committee
পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা

গোর্কি ১৫০

বিশ্ববিখ্যাত রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মের দেড়শো বছর উদযাপিত হচ্ছে। ১৮৬৮ সালের ২৮ মার্চ তাঁর জন্ম। প্রয়াত হন ১৯৩৬ সালের ১৮ জুন।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম পাঁচ বার মনোনীত হলেও একবারও তাঁর নাম চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সার্ধশতজন্মবর্ষ উপলক্ষে এই মহান লেখকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

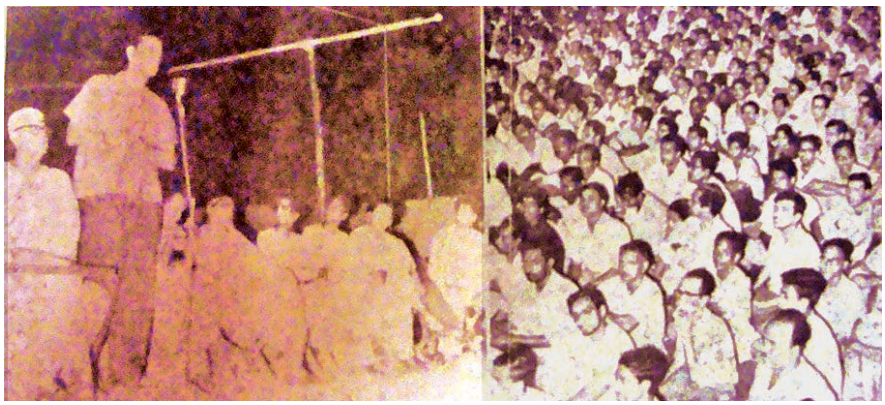

ইতিহাসের পাতা থেকে সত্যজিৎ রায়

১৯৬৬ সালে কলকাতায় ময়দানে বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে আয়োজিত ভিয়েতনাম সংহতি কর্মসূচীতে বক্তব্য পেশ করছেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়। সাপ্তাহিক 'নিউ এজ' পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষ ছত্রিশতম সংখ্যার (৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬) একাদশ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদচিত্র এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।

কেরালার জন্য

কেরালার বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে পথে নামলো সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। গত ২৫ আগস্ট শনিবার শিয়ালদা স্টেশন সংলগ্ন চত্বরে অর্থসংগ্রহ করা হয় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। স্বতস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন পথচলতি মানুষ। অধ্যপক পরিমল দেবনাথ, অধ্যাপক শান্তনু বসু, তাপস চ্যাটার্জি, কুনাল বাগচি, দীপঙ্কর মজুমদার, ধীমান ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, অঞ্জন বেরা, মহম্মদ নৌশাদ প্রমুখ ২৫ আগস্টের কর্মসূচীতে অংশ নেন। অর্থসংগ্রহ রাজ্য কমিটির সদস্যরা ইতিমধ্যেই সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। সব টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। প্রসঙ্গত, সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার সর্বভারতীয় কমিটি ইতিমধ্যেই কেরালার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য সব রাজ্য শাখাকে আহ্বান জানিয়েছে।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির (প্রযত্নে : নিরঞ্জন মুখার্জি ভবন, ৫ শরৎ ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪) পক্ষে অফিস সম্পাদক দীপঙ্কর মজুমদার (মোবাইল : ৯৮৩০২৩০৬০৬) কর্তৃক প্রকাশিত। মুদ্রণ : গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
মতামত পাঠান : bengalaipso@gmail.com